ইসলাম এবং কুসংস্কার-(তৃতীয় খন্ড)

সাঈদ কামরান মির্জা
ইউ এস এ

জুলাই ৪, ২০০৪

(পাঠকদের কাছে আমার অনুরোধ যে যারা আমার 'প্রথম খন্ড 'পাঠ করিয়াছেন তারা ইচ্ছে করলে 'ভূমিকাটি' স্কীপ করতে পারেন, কারণ এই ভূমিকা প্রত্যেক খন্ডতেই যাবে এবং ভূমিকা একই থাকবে, যদিও দ্বিতীয় খন্ডে ভূমিকাটিকে কিছুটা পরিবর্তন এবং পরিবর্ধিত করা হয়েছে। অবশ্য যারা আমার প্রথম খন্ড পড়েন নাই, তাদের জন্য এই ভূমিকাটি অতি প্রয়োজনীয়। ক্রমাগত ভাবে প্রত্যেক খন্ডে সুধু ইসলামী কুসংস্কারগুলোর নতুন ক্রমিক নং হিসেবে আরও নতুন নতুন চমকপ্রদ সব আজগুবি ইসলামী কেচ্ছা-কাহিনী চলতে থাকবে।)

ভূমিকা

আমরা সবাই জানি যে কুসংস্কার হল কোন popular belief held without any reason or logic. অর্থাৎ কিনা কোন প্রমান বিহীন কথা যাহা সাধারনতঃ মুর্খরা অন্দ্ধভাবে বিশ্বাস করে থাকে। এই কুসংস্কার আবার দুই প্রকার হয়ে থাকে যেমন, রূপকথার (Folklore) কাহিনী যাহা কুসংস্কার হলেও তাকে লোকগাতা বা কেচ্ছা-কাহিনী হিসেবেই ধরা হয়। অন্যটি হল ধর্মীয় কুসংস্কার যাহা একটি অলৌকিক বিশ্বাসের উপর নিহিত থাকে। মুলতঃ অজানা ভয়, পরকালের চিন্তা এবং অলৌকিকতা থেকেই কুসংস্কারের জন্ম হয়। ব্যাপারটি আরও পরিস্কার করে বললে এটাই দাড়ায় যে মানুষের পরকালের অজানা ভয় এবং তা' থেকে সৃষ্ট অবাস্তব কুসংস্কার থেকেই জন্ম হয়েছে পৃথিবীর সকল ধর্ম। তাই দেখা যায় প্রায় সকল ধর্মের আসল উপাদান (Ingredients) হল কিছু অবাস্তব কুসংস্কার। বিশ্বের প্রায় সবক'টি প্রধান ধর্মেই দেখা যায় অনেক কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস। এদিক থেকে বিচার করলে ইসলাম ধর্মে কুসংস্কার এর ছড়াছড়ি। ইসলাম ধর্মে এত বেশি কুসংস্কার পাওয়া যায় যে এই ধর্মটির মুল স্তম্ভটিই দাঁড়িয়ে আছে কিছু পৌরানিক এবং অলৌকিকতাপুর্ন কুসংস্কারের উপর।

ইসলামের মুল কিতাব কোরান এবং অসংখ্য হাদিস পড়লে এমন অনেক কুসংস্কারের সন্ধান পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস স্থাপন করেই সৃষ্টি হয় ধর্মীয় উম্মাদনা বা fanatical believers বা অন্ধবিশ্বাসীদের ধর্মীয় মাতম।

বাংলাদেশের বাজারের আনাচে-কানাচে খোজ করলে দেখা যায়, বাজারের বুক-স্টোর, ইসলামিষ্টদের লাইব্রেরী গুলোতে, এমনকি শহরের ফুটপাতেও (*ফাতেমোল্লার ফুট পাতের চাঁদ তাঁরা)* এরুপ হাজার হাজার ইসলামী কিতাব পাওয়া যায় যেগুলোতে কুসংস্কার এ ভর্তি। এইসব ইসলামি কিতাবের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু বই যেমনঃ **বেহেস্তের কুঞ্জি, বেহেস্তী জেওর, মোকসেদুল মুমিনিন, কাছাছুল আম্বিয়া, নেয়ামুল কোরান ইত্যাদি প্রসিদ্ধ এবং জনপ্রিয়।** এইসব ইসলামী কিতাব বাংলা দেশের মত মুসলিম দেশে এত বেশি জনপ্রিয় যে পাবলিসার্সদেরকে ৩০-৪০টি সংস্করন বের করেও কুলোতে পারছেনা।

উপরোল্লিখিত কয়েকটি কিতাবের মধ্যে **'কাছাছুল আম্বিয়া'** সম্বন্ধে কিছু কথা বলা এখানে অতি প্রয়োজন মনে করছি। এই ইসলামী কিতাবটি অন্যসব ইসলামী কিতাব থেকে বেশ আলাদা ভাবে ধরা হয়। কারণ এই কিতাবটি কোন মোল্লা-মাওলানার নিজের মনগড়া কথায় ভর্তি নয়; এই

কিতাবটির নাম '**কাছাছুল আম্বিয়া'** যার অর্থ দাড়ায়—'**নবীগনের জীবনী**'। এই বইটিতে আরবের বুকে যত নবী পয়দা হইয়াছে এবং যাহাদের নাম পবিত্র কোরানে এবং হাদিসে জায়গা পেয়েছে তাদেরই জীবন-কাহিনীতে ভর্তি। অর্থাৎ, এই কিতাবে যাহা লিখা আছে তাহা পবিত্র কোরান ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী রচিত হয়েছে এবং এই বইটির (আমি যে বইটি ব্যবহার করছি) প্রনেতা একজন সুশিক্ষিত মুসলমান নাম তার— এম, এন, এম ইমদাদুললাহ (এম এ; বি এ (অনার্স); এম এ)। কিতাবটির আকৃতি এবং চেহারা একেবারে কোরানের ন্যায় এবং এর সম্মানও অনেক বেশি। লাইব্রেরী গুলোতে এবং ভক্তদের ঘরে একেবারে উপরের Shelf এ কোরানের ঠিক পাশেই তার স্থান হয়। বইটির দামও বেশ, বলতে গেলে একটি অনুবাদ কোরানের চেয়ে মুল্য অধিক। এই কিতাবের ৯০% কথাবার্তাই ভীষন কুসংস্কারে পুর্ন কেচ্ছা-কাহিনী স্থান পেয়েছে এবং এইসব আবেগ পুর্ন কেচ্ছা-কাহিনী—সাধারন বিশ্বাসী মুসলিমগন পড়ে ভক্তিতে গদগদ হয়ে আরওবেশি করে নামাজ-রোজাতে মনোনিবেশ করবে এবং যাদের বিশ্বাস হাল্কা বা বিশ্বাস নেই তারা এইসব আজগুবী কথা পড়ে হেসে চেয়ার থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাবে বলেই আমার মনে হয়!

যা হউক, এসব কুসংস্কার পুর্ন ইসলামী কিতাব গুলো বাংলাদেশের ঘড়ে ঘড়ে পাওয়া যাবে এবং **এইসব কিতাবই হল বাংলাদেশের সাধারণ মুসলিম-আমজনতার আসল শিক্ষক বা গুরু।** ইসলাম ধর্মের অনেক শিক্ষাই এরা পেয়ে থাকে এইসব ইসলামী কিতাব থেকে। আর এইসব কিতাবের প্রভাবেই বাংলাদেশের মুসলিম-আমজনতার কাছে ধর্মীয় পীর-ফকির-দরবেশগন অতি প্রিয় হয় যে কারনে বাঙ্গালী মুসলিমদের মধ্যে পীরের ব্যবসা, তাবিজের ব্যবসা একেবারে রমরমা। কোন কোন স্বার্থান্বেষী মাওলানারা (যেমন রাজাকার-মাওলানা সাঈদী) আবার এসব আজগুবি কেচ্ছা-কাহিনী কাফেরদের তৈরী কেসেটে বন্দ্বি করে বাজারে দেদার বিক্রি করছে এবং কিছু কুসংস্কারপুর্ন মিথ্যা কথা বিক্রি করে সাধারণ গরীবের পকেট লুট করে নিচ্ছে। এসবই হচ্ছে ইসলামের নামে,আল্লাহর নামে!

বাংলাদেশের গাও-গ্রামে এমনকি আজকাল শহরেও অসংখ্য ইসলামি জলসা বা ওয়াজ-মাহফিল হয়ে থাকে যেখানে হাজার হজার সাধারণ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, কুশিক্ষিত, এমনকি অনেক শিক্ষিত বড় বড় ডিগ্রিধারী অন্ধবিশ্বাসী মুসলমানরাও মাওলানাদের ওয়াজ তম্ময় হয়ে শুনে থাকে। এইসব মাওলানাদের বক্তব্যে **বেশি অংশই থাকে কুসংস্কার পুর্ন ইসলামের বিভিন্ন কিচ্ছা-কাহিনী এবং নানারঙ্গের ধর্মীয় উপাখ্যান।** বলা বাহুল্য, উপরোল্লিখিত '**কাছাছুল আম্বিয়া'** কিতাবটিই যে মাওলানাদের আসল সম্বল, এতে কোন সন্ধে নেই। এইসব কুসংস্কারপুর্ন গল্প মাওলানাদের মুখে শুনার পর গ্রাম্য সাধারণ মুসলমানদের মনে অনেক কুসংস্কারপুর্ন কথাই সত্যি বলে বিশ্বাস হয় এবং তাদের মনে সর্বদা কুসংস্কারপুর্ন ভয়ভীতির সৃষ্টি হয় এবং তারা সকলেই একটা অজানা অলৌকিকতার সাগরে সদাসর্বদা ডুবে থাকে। কেহ কেহ আবার এইসব কুসংস্কারপুর্ন কেচ্ছা-কাহিনী শুনে ভক্তিতে গদ গদ হয়ে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদে বুক ভাষায়।

ছোটবেলা এমনি অনেক ওয়াজ-মাহফিলে গিয়ে মাওলানাদের সুমধুর কণ্ঠে অনেক কুসংস্কারপুর্ন গাজাখুরি গল্প শুনে মাঝে মাঝে চিন্তা হত যে এইসব মাওলানারা কোথায় পায় এত কুসংস্কার। তাদের জ্ঞানের বহর দেখে অবাক হতাম। এখন দেখছি যে ইসলামি কিতাব গুলোতে কুসংস্কারের কোন অভাব নেই মা'শাল্লাহ। উল্লেখিত ঔসব ইসলামী কিতাব থেকেই পাঠকদের জন্য কিছু ইসলামি কুসংস্কারের নমুনা পেশ করছি আমার এই ধারাবাহিক প্রবন্দ্বে। উল্লেখ্য, এইসব কুসংস্কার ইসলামী কিতাব থেকে হুবুহ বই থেকে তুলে দিচ্ছি এবং ইহাতে আমার নিজের সৃষ্টি কিছুই নেই। তবে মাঝে মাঝে আমার অল্পকিছু রসালো মন্তব্য *(ব্রাকেটের ভিতরে)* থাকবে। আমার এবারকার ইসলামি কুসংস্কারে সিরিজ কিছুদিন ধরে চলবে আশ করি। এবারে আসুন, আমরা খুজে দেখি মুসলিম-আমজনতা কি ধরনের কুসংস্কারে সর্বদা ডুবে থাকে!

(বিঃদ্রঃ দ্বিতীয় খন্ডে ৬ থেকে ১১ পর্যন্ত কুসংস্কার দেওয়া হয়েছিল)

(১২) আল্লাহ ছয়দিনে আসমান,যমিন এবং সারা জাহান পয়দা করেন!

আল্লাহ সর্বপ্রথম রবিবার দিন আরশে মোয়াল্লা ও তাহার নিকটবর্তি বস্তু সমুহ সৃষ্টি করিলেন। সোমবারদিন পয়দা করিলেন সপ্ত আকাশ, মঙ্গলবারে সাত তবক যমিন, বুদবারে অন্দ্ধকারময় শুন্যমন্ডল, বৃহস্পতিবারে আসমান-যমিনের মধ্যবর্তী বস্তূসমুহ এবং শুক্রবারে চন্দ্র, সুর্য, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতিকে। এইভাবে মোট ছয়দিনে সারা জাহান এবং অন্যান্য বস্তূসমুহ পয়দা করিয়া সপ্তম দিন তথা শনিবার দিন আল্লাহ তায়ালা বিশ্রাম নিলেন। ***(আল্লাহ তায়ালাও দেখছি পবিত্র শুক্রবারে ছুটি না নিয়ে নাছারা কাফেরদের ন্যায় শনিবারেই সাপ্তাহিক ছুটি ভোগ করেন)।***

(১৩) আল্লাহ তায়ালা দোজখ বানালেন কি ভাবে!

আল্লাহ তায়ালা আসমান-যমিন সবকিছু বানাবার পর দোজখ তৈরীতে মনোনিবেশ করলেন। হযরত আবদুললাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—ছারা নামক একটি বিসাল পাথরের নীচে দোজখকে স্থাপন করা হয়েছে। দোজকের দেখাশুনা এবং তত্বধান করার জন্য মালিক নামক এক ফেরেশতা সরদার পদে নিযুক্ত রয়েছে। তাহার অধীনে রহিয়াছে ২৯ জন ফেরেশতা। ইহাদের প্রত্যেকের সত্তুর হাজার করিয়া মোট ১৪০ হাজার হাত। আবার প্রত্যেকটি হাতে তালু রহিয়াছে সত্তুর হাজার এবং প্রত্যেকটি তালুতে অঙ্গলি রহিয়াছে সত্তুর হাজার করিয়া। প্রত্যেকটি অঙ্গলিতে রহিয়াছে একেকটি অজগর এবং প্রতিটি অজগরের মাথায় আছে একটি সর্প। সর্পগুলি এত বড় যে তার প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য হইবে সত্তুর হাজার বৎসরের পথের সমান। এই সর্পগুলির প্রত্যেকটির মাথায় আছে একটি করে ভীষন বিষধর বিচ্ছু। উহারা দোজখীদের একবার দংশন করলেই তাহারা বিষের জালায় অস্থির হয়ে যাবে এবং যন্ত্রণায় ছটপট করিতে থাকিবে। *(আল্লাহ যে একজন* ***perverted, cruelest and sadist*** *ছিলেন এতে কোন সন্ধেহ নেই)।*

(১৪) আল্লাহর দোজখের আগুন কিরূপ ও কোথায় স্থাপন করা আছে!

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে আল্লাহ সাধারন আগুনের তাপকে এক হাজার বৎসর ধরে তেজ বৃদ্ধি করায় তাহা লাল রং ধারণ করিল। আরও এক হাজার বৎসর তেজ বৃদ্ধি করায় তাহা কাল রং ধারণ করল এবং এই রং কেয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকিবে। সেই কাল রং বিশিষ্ট বিশাল দোজখের মুখে এক খানা বড় পাথর চাপা দেওয়া আছে। এই দোজখটি স্থাপন করা আছে একটি বিশাল ফেরেশতার মাথায় এবং ফেরেশতাটি দাড়াইয়া আছে এ**কটি মশার পিঠের উপর,** মশাটি বসে আছে সিক্ত মৃত্তিকার উপর আর সেই মৃত্তিকা রহিছে একটি গাভীর মাথায়। সেই গাভীটির সত্তুর হাজার সিং আছে। এই বিশাল গাভীটি দন্ডায়মান আছে একটি মৎসের পিঠে এবং সেই মৎসটি এত বড় যে তার লেজ গিয়ে আল্লাহর আরসের পায়ের গায়ে লেগেছে। গাভীটি যাহাতে না নড়ে উঠে সেজন্য আল্লাহ **একটি ভয়ংকর মশা সৃষ্টি** করিয়া গাভীটির কাছে রেখেছেন। গাভীটি সেই মশার ভয়ে সামান্য মাত্র নড়াচড়া না করিয়া একই ভাবে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহর কি কুদরত, এই মশাটি যদি একটু নড়াচড়া করিত তা'হলে এই দুনিয়া লন্ডভন্ড হইয়া যাইত। সোবাহানাল্লাহ!!!

(১৫) কোন দোজখে কোন পাপীদের জায়গা হবে!

জিব্রাঈল (আঃ) বলিয়াছেন—দোজখের মোট সাতটি প্রকারে ভাগ আছে এবং তাহা হইলঃ জাহিম, জাহান্নাম, সাকার, সাঈর, লাজা, হাবিয়া এবং হুতামা। তখন হুজুরে পাক (দঃ) জিবারাঈল কে জিজ্ঞেস করেন—'ওহে জিব্রাঈল বলত, দোজখের কোন স্থানে কার জায়গা হবে?' জিব্রাঈল বলিলেন—হাবিয়া দোজখে থাকবে মোনাফেকগন, কাফির, মুসরিক, এবং মুর্তি পুজক রা থাকিবে জাহান্নামে, অগ্নি উপাসক, ইহুদী এবং নাছারা অর্থাৎ খৃস্টানগন থাকিবে সাকার নামক দোজখে, লাজা দোজখে থাকিবে যারা শয়তানের তাবেদারী করে, হুতামা দোজখে থাকিবে যারা

সুধ-ঘুষ খায়, সাঈর দোজখে থাকিবে মুর্তি পুজকগন, এবং মূহাম্মদী নবীর গুনাগার উম্মত গন থাকিবে জাহিম দোজখে।

(১৬) শয়তানের উৎস কিভাবে হইল!

আল্লাহ তায়ালা মানুষ বানাবার পহু পুর্বে জীন জাতিকে সৃষ্টি করেন সুধু আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করার জন্য। কিন্তু জীন জাতি দুনিয়াতে এসে আমোদ-ফুর্তিতে ডুবে থাকল এবং আল্লাহ বেমালুম ভুলে রইল। তাই আল্লাহ তায়ালা রাগান্বিত হয়ে ফেরেশতাদেরকে দুনিয়াতে পাঠালেন সকল জীন জাতিকে ধংস করার জন্য। ফেঁরেশতারা নানাবিদ অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে দুনিয়তে এসে জ্বীনদেরকে হত্যা করিতে লাগিল। ফেরেশতারা প্রায় সব জ্বীনকে মেরে শেষ করে অবশেষে দেখল তাদের সামনে একটি খুব সুন্দর অল্প বয়স্ক বালক জ্বীন। তখন ফেরেশতাদের মনে এই বালক জ্বীনের উপর মমতার উদয় হইল। তাহার তাকে হত্যা না করিয়া আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিল এই বালক জ্বীনটির প্রতি দয়া করার জন্য। ফেরেশতাগন আল্লাহর অনুমুতি চাইল এই জ্বীনটিকে আকশে নিয়ে আসতে এবং তাকে লালন-পালন করতে। আল্লাহ তায়ালা মাবুদ ফেরেশতাদের ইচ্ছা অনুমোদন করলেন এবং বলিলেন—হে ফেরশতাগন তোমরা এই বালক জ্বীন কে আকাশে এনে যত্নে লালন-পালন কর। ফেরেশতাগন এই সুন্দর জ্বীন টির নাম দিল **'ইবলিস'**। ফেরেশতাগন যখন এই বালক জ্বীনটিকে আকাশে তুলিয়া নিল তখন তার বয়স ছিল মাত্র এক হাজার বৎসর ।

(১৭) ইবলিসের বংশ পরিচয় কি!

ইবলিসের পিতার নাম ছিল **খবিস।** খবিসের পিতার নাম ছিল জ্বীনের বাদসাহ হাঁ**মুস**। খবিসের আকৃতি ছিল খুব ভয়ংকর এক সিংহের মত এবং তার স্বভাব ও প্রকৃতিও ছিল সিংহের ন্যায়।

একদিকে তাহার দেহে ছিল আসুরিক শক্তি, অন্যদিকে তাহার চেহারায় ছিল ধূর্ততার ছাপ সুস্পষ্ট। উক্ত খবিস ছিল পাপিষ্ট জ্বীনদের মাথার মূকুট। ইবলিসের মাতার নাম ছিল **নিলবিস।** নিলবিস ছিল জ্বীন জাতির পঞ্চম নেতা হাঁমুসের কন্যা। নিলবিসকে ঠিক একটি নেকড়ে বাঘের মত দেখা যেত। **জাহান্নামের আগুনের ভিতরে এই নিলবিস এবং খবিসের যৌন মিলনে ইবলিসের পয়দা ঘটিয়াছিল।** (*সাধে কি শয়তান এই পৃথিবীকে বলতে গেলে একচ্ছত্র আধিপত্য নিয়ন্ত্রন করছে? খবিসের পুত্র শয়তান আশলেই আল্লাহ তায়ালার ভয়ংকর এক সৃষ্টি! কারণ ইবলিসের বাবা খবিস দোজকের আগুনের মধ্যেও যৌন মিলনে পটু ছিল!)*

সুত্রঃ কাছাছুল আম্বিয়া; সৌদী কর্তৃক পবিত্র কোরানের বাংলা অনুবাদ (মাওলানা মহীউদ্দিন খান); মু'কসেদুল মুমিনিন ; বেহেস্তের জেওর।

(চলবে)